বিষয়বস্তুঃ সময়ের গুরুত্ব

রবীউস সানী মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৪ রবীউস সানী ১৪৪৬ হিজরী, ১৮ অক্টোবর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ج فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْم

মুহতারম ঈমানদার ভাই সকল ! আজ রবীউস সানী মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, সময়ের হিফাযত ও গুরুত্ব। মনে রাখা দরকার, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জীবন একটি নির্ধারিত সময়ের সাথে বেঁধে দিয়েছেন। সেই নির্ধারিত সময় শেষ হলেই সকলকে চলে

যেতে হবে। এক মুহূর্ত বিলম্ব করা যাবে না। সূরা আ'রাফের ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ أَجَلٌ ج فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছিয়ে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে যেতে পারবে।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, আমরা প্রত্যেকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘিরে আছি। আমরা কেউ সেই নির্ধারিত সময়ের বাইরে যেতে পারব না।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! সময় হল পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, اَلْوَقْتُ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ "সময় সোনার চেয়েও দামি।"

বাস্তব কথা হল, পৃথিবীর কোন সম্পদের সাথে সময়ের তুলনাই হয় না। কেননা, পৃথিবীর যে কোন সম্পদ একবার হাত ছাড়া হয়ে গেলে সেটা দ্বিতীয়বার ফিরে পাওয়া সম্ভব কিন্তু সময় এমন একটি সম্পদ, যা একবার চলে গেলে দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসে না। আর সময় কারো জন্য

অপেক্ষা করে না। তাই বুদ্ধিমানের পরিচয় হল, এই সময়কে কাজে লাগানো।

সুধী বন্ধুগণ ! মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ববোধের জন্য এতটুকু কথা যথেষ্ট যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের মধ্যে যত জিনিসের কসম খেয়েছেন, তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কসম খেয়েছেন সময়ের। আল্লাহ তায়ালা বহু জায়গায় বিভিন্ন শব্দে সময়ের কসম খেয়েছেন। কখনও রাতের কসম খেয়ে বলেছেনঃ وَاللَّيْلِ রাতের কসম। আবার কখনও দিনের কসম খেয়ে বলেছেনঃ وَالنَّهَارِ দিনের কসম। কখনও চাশ্তের সময়ের কসম খেয়ে বলেছেনঃ وَالضُّحٰى চাশ্তের সময়ের কসম। আবার কখনও ফজরের সময়ের কসম করে বলেছেনঃ وَالْفَجْرِ ফজরের সময়ের কসম। আল্লাহ তায়ালা এভাবে কুরআনে বহু জায়গায় সময়ের কসম খেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বরং মজার বিষয় হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন করীমের ৩০ পারায় একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। সূরাটির নাম

হল, সূরা আস্‌র। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَالْعَصْرِ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۞

এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আসরের সময়ের কসম খেয়ে বলেছেনঃ নিশ্চয় সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে ওই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যারা বিশেষ ৪টি কাজে সময় ব্যয় করেঃ (১) الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে। অর্থাৎ, যারা ঈমান গড়ার জন্য সময় দিয়েছে। (২) وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ যারা নেক আমলের জন্য সময় দিয়েছে। (৩) وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ যারা অপরকে হকের প্রতি আহ্বান করার জন্য সময় দিয়েছে। (৪) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ যারা মানুষকে ধৈর্য ধারণ করা ও গোনাহ বর্জন করার উপদেশ দেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করেছে। আল্লাহর যে সমস্ত বান্দাদের মধ্যে এই ৪টি গুণ পাওয়া যাবে, তারা সময় নামক নিয়ামতের কদর করল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বাদবাকি যারা এই ৪টি কাজ ছাড়া অন্যান্য জিনিসে সময় ব্যয় করল, তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

উদাহরণ স্বরূপ, ফিরাউন, হামান, শাদ্দাদ, কারূন, আবূ জাহ্‌ল ও আবূ লাহ্‌ব শ্রেণির মানুষদের সবকিছুই ছিল কিন্তু তাদের জীবনে এই ৪টি জিনিস না থাকার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের ১০৩ সূরা, সূরা আস্‌রের মধ্যে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

এক বরফ বিক্রেতার ঘটনাঃ

সুধীবৃন্দ ! বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ) তাফসীরে কবীরের মধ্যে সূরা আসরের ব্যাখ্যায় এক বুজুর্গ ব্যক্তির একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বুজুর্গ ব্যক্তিটি বলেছেনঃ এক যুগ পর্যন্ত আমার এই সূরা আসরের ব্যাখ্যা বুঝে আসেনি। সবসময় মনে একটি প্রশ্ন হত যে, সময়ের সাথে এই ৪টি আমলের সম্পর্ক কী ? আর কেনই বা আল্লাহ তায়ালা এ সূরার শুরুতে সময়ের কসম খেয়েছেন ?

বুজুর্গ ব্যক্তিটি বললেনঃ তারপর একদিন আমি কোন একটি প্রয়োজনে বাজারে প্রবেশ করলাম। বাজারে ঢুকে দেখলাম, বাজারের অন্য এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি চিল্লে চিল্লে বলছেঃ اِرْحَمُوْا مَنْ يَذُوْبُ رَأْسُ مَالِهِ ، اِرْحَمُوْا مَنْ يَذُوْبُ رَأْسُ مَالِهِ

“তোমরা ওই ব্যক্তির উপর রহম কর, যার পুঁজি গলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমরা ওই ব্যক্তির উপর রহম কর, যার পুঁজি গলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।” বুজুর্গ মানুষটি বললেনঃ আমি গুটি গুটি পায়ে ওই লোকটির দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, উনি একজন বরফ বিক্রেতা। তার বরফ গলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই তিনি এভাবে চিৎকার করছেন। অর্থাৎ, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বরফ কিনে নাও। তা না হলে বরফগুলো গলে যাবে। আর আমার ব্যবসার পুঁজি সব শেষ হয়ে যাবে। ফলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।

বুজুর্গ ব্যক্তিটি বললেনঃ তখন ওই বরফ বিক্রেতার কাছ থেকে আমি সূরা আস্‌রের ব্যাখ্যা বুঝে গেলাম। আমি বুঝলাম, যদি কোন বান্দার জীবনে ঈমান-আমল না থাকে, তাহলে তার জীবনের সময়গুলি ঠিক এমনিভাবে শেষ হয়ে যায়, যেমন বরফ ওয়ালার বরফ গলে তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মুহতারম সুধীবৃন্দ ! আমরা সময় কাজে লাগানো ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব গাফেল। যেমন, আমাদের যুবকেরা মনে করে, এখন যুবক বয়সে নামায,

রোযা আদায় করে কী হবে ? একটু বয়স হোক, তখন সব হবে। মনে রাখবেন, এটা শয়তানের মস্তবড় ধোঁকা। কেননা, কার মৃত্যু কখন আসবে, তা কেউ জানে না। তাই আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি। সময় থাকতে সময়ের কদর করি।

যুবকদের উদ্দেশ্যে বলছিঃ মনে রাখবেন, যৌবন কাল হল মানব জীবনের মূল সময়। বাল্যকাল কেটে যায় খেলাধূলায়। বার্ধক্য কাটে রোগ-শোক ও বিভিন্ন দূর্বলতায়। জীবন হল যৌবনকাল। অতএব, বিশেষ করে যৌবনের সোনালী জীবনকে কাজে লাগাতে হবে। খুব ভাল করে মনে রাখবেন, যৌবনের আমল আল্লাহর নিকটে অত্যন্ত পছন্দনীয়। সহীহ বুখারীর ৬৬০ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ

“কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা ৭

শ্রেণীর মানুষকে নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তার মধ্যে একজন হল ওই যুবক, যে নিজের যৌবনকালে (মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে) আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকেছে।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা হল, মোবাইলে সময় অপচয় করা। এ ফেতনা থেকে যদি বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে না বাঁচান যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গোটাবিশ্বে সাঙ্ঘাতিক নৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। এটা এ যুগের বড় বড় মনিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী।

আপনারা নিশ্চয় জানেন, চীন ও উত্তর কোরিয়া আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে বর্তমান পৃথিবীর দুটি মহাশক্তিধর উন্নতদেশ। তদন্তে দেখা গেছে, গোটাবিশ্বে এদের আর্থিক উন্নয়নের মৌলিক কারণ হল, মোবাইলে সময় অপচয়ের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। বর্তমানে এ দু'টি দেশে মোবাইলে ফেসবুক চালান নিষিদ্ধ। জরুরী যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি বিদ্যা ছাড়া সমস্ত রকমের গেম কিংবা বিনোদন একেবারে নিষিদ্ধ। চীনের মানুষরা শিশু থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের মানুষ সর্বদা শিক্ষা কিংবা কোন না কোন

কাজে ব্যস্ত থাকে। সময় অপচয় না করার কারণেই আজ তারা উন্নতির শীর্ষ শিখরে।

একটি ঘটনাঃ

আমরা অনেকে তাতারীদের ইতিহাস শুনেছি। আজ থেকে ৭শ বছর পূর্বে যখন মুসলিমরা গোটা বিশ্বের সুপার পাওয়ার ছিল, তখন চিনের উত্তরে 'মঙ্গল' নামে একটি দেশ ছিল। সেই দেশের বাসিন্দাদেরকে তাতারী বলা হত। এই তাতারী জাতির জনক ছিল, চেঙ্গিস খান। চেঙ্গিস খান একজন মুসলিম বিদ্বেষী অত্যাচারী শাসক ছিল। এর নাতীর নাম ছিল, হালাকু খান। এই হালাকু খানও একজন বড় যালিম ও অত্যাচারী শাসক ছিল। অসংখ্য ইসলামী শহরকে তছনছ করে ধ্বংসস্তূপ পরিণত করেছিল।

ইতিহাসে লেখা আছে, এক কালে ইরাকের বাগদাদ শহর, মুসলিম বিশ্বের রাজধানী ছিল। বাগদাদে হাদীস ও ফিক্হার এত চর্চা ছিল যে, বাগদাদ গোটা বিশ্বের ইসলামী জ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধ ছিল।

হালাকু খান এক সময় এই বাগদাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল। সে আক্রমণের পূর্বে প্রথমে

বাগদাদের মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানার জন্য একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিল।

গুপ্তচর ফিরে এসে হালাকু খানকে বললঃ বাগদাদের সকল মানুষকে কাজে কর্মে ব্যস্ত দেখলাম। আমি দেখলাম, তারা কেউ সময় অপচয় করে না। কিন্তু আমি সেখানে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলাম। সেটা হল, আমি যখন বাগদাদে প্রবেশ করলাম, তখন একটি যুবক ছেলেকে একটি জায়গায় বসে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমার কী হয়েছে, কাঁদছ কেন ? ছেলেটি বললঃ আমি অনেকক্ষণ ধরে একটি তীর দু'টি লক্ষ্যবস্তুতে লাগানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তা পারছি না, তাই কাঁদছি।

একথা শুনে হালাকু খান নিজের সৈন্যদেরকে বললঃ তোমরা ফিরে চল। বাগাদাদের উপর আক্রমণ করার এখনও সময় আসেনি। কেননা বাগদাদের বর্তমান প্রজন্ম খুব সজাগ। তারা সতর্ক ও কর্মঠ। তারা অযথা সময় নষ্ট করে না। তারা প্রত্যেকেই কাজের মানুষ। এরূপ জাতির

সাথে যুদ্ধ করা নিছক বোকামি। কারণ, যে জাতি কর্মঠ ও সজাগ, সে জাতিকে পরাস্ত করা সহজ নয়।

তারপর হালাকু খান সৈন্যদেরকে বললঃ তোমরা এক কাজ করো। বাগদাদে খেলাধুলা ও বিনোদন সামগ্রী বেশি বেশি ছড়িয়ে দাও। যাতে করে বাগদাদের মানুষ খেলাধুলায় মেতে ওঠে। আর ওদেরকে সুন্দরী নারীর প্রলোভন দেখাও। তাহলে দেখবে, ওদের মধ্যে আস্তে আস্তে ভোগ-বিলাসিতা এসে যাবে। তখন ওদের উপর আক্রমণ করা খুব সহজ হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! হালাকু খানের আদেশে তাতারী সৈন্যরা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণ করতে গোটা বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দীর্ঘ ১০/১৫ বছর পরে হালাকু খান আবার বাগদাদের মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য গুপ্তচর পাঠিয়ে দিল। এবার গুপ্তচর ফিরে এসে বলল যে, বাগদাদের বাসিন্দারা এখন খুব একটা কাজে-কর্মে ব্যস্ত নেই। এবার আমি সেখানে একটি যুবককে একটি কুঁয়োর পাশে বসে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কাঁদছ কেন ? সে বললঃ

আমার প্রেমিকার হাতের আংটি এই কুঁয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আমি তাকে তুলে দিতে পারিনি। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই আমি কাঁদছি।

হালাকু খান একথা শুনে বললঃ এবার সকলে প্রস্তুতি নাও। বাগদাদ শহরের উপর আক্রমণের সময় এসে গেছে। আমরা মুহূর্তের মধ্যে বাগদাদকে জয় করে ফেলব। কেননা, বাগদাদ শহরের বর্তমান প্রজন্ম হয়ে উঠেছে ভোগ-বিলাসী, অলস, অকর্মন্ন ও বিনোদন প্রেমী। অতএব, তাদের উপর আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়।

সুধী বন্ধুগণ ! এ ঘটনা থেকে আমরা কী বুঝলাম ? যে জাতি সময় অপচয় করে এবং অলস হয়ে বসে থাকে, সে জাতি কখনও সফল হতে পারে না। তাই দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজকে সময়ের কদর করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

(নাযিমে আ'লা জামিয়া নু'মানিয়া)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।